মাইলস্টোনে সন্তানকে খুঁজতে গিয়ে নিখোঁজ মায়ের মরদেহ মিলল ডিএনএ পরীক্ষায়

সংগৃহীত ছবি

উত্তরার মাইলস্টোন স্কুলে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিখোঁজ হওয়া মা আফসানা প্রিয়ার লাশ অবশেষে শনাক্ত হয়েছে। ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে বৃহস্পতিবার বিকেলে তাঁর পরিচয় নিশ্চিত করা হয়। দুর্ঘটনার সময় আফসানা ছেলেকে স্কুলে দিয়ে অভিভাবক কক্ষে অবস্থান করছিলেন। তার ছেলে অক্ষত অবস্থায় ফিরে এলেও তিনি নিখোঁজ ছিলেন।

রাজধানীর উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে ভয়াবহ যুদ্ধবিমান দুর্ঘটনার দিন থেকে নিখোঁজ থাকা মা আফসানা প্রিয়ার (৩০) লাশ অবশেষে শনাক্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৪ জুলাই) বিকেলে ডিএনএ পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে তাঁর পরিচয় নিশ্চিত করা হয়।

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার চাপাইর ইউনিয়নের মেদীআশুলাই এলাকার ব্যবসায়ী আবদুল ওহাব মৃধার স্ত্রী আফসানা প্রতিদিনের মতো গত সোমবার সকালে তাঁর তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া ছেলে আফসান ওহীকে নিয়ে স্কুলে যান। ছেলেকে শ্রেণিকক্ষে পৌঁছে দিয়ে তিনি অভিভাবক কক্ষে অবস্থান করছিলেন।

এ সময় হঠাৎ করে বিমানবাহিনীর একটি যুদ্ধবিমান স্কুল মাঠে বিধ্বস্ত হয়। আগুন ধরে যায় স্কুল ভবনের একাংশে। আতঙ্কিত অভিভাবকেরা সন্তানদের নিরাপদে বের করে আনার জন্য ছুটোছুটি করতে থাকেন। সেই সময় ছেলেকে উদ্ধার করা গেলেও আফসানা প্রিয়ার আর খোঁজ মেলেনি।

পরিবারের সদস্যরা জানান, দুর্ঘটনার পরপরই তাঁরা আশেপাশের হাসপাতাল এবং দুর্ঘটনাস্থলে খোঁজ করেও প্রিয়ার কোনো সন্ধান পাননি। অবশেষে সন্দেহভাজন একটি লাশের ডিএনএ নমুনার সঙ্গে মিলিয়ে পরিচয় নিশ্চিত করা হয়।

নিহত আফসানার ভাশুর দুলাল মৃধা বলেন, “ঘটনার পর আমরা আত্মীয়স্বজন মিলে বহু জায়গায় খোঁজ করেছি। অবশেষে আজ বিকেলে ডিএনএ রিপোর্টে প্রিয়ার পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর সিএমএইচ হাসপাতালে লাশ আনতে যাচ্ছি।”

আফসানার চাচা তাজুল ইসলাম জানান, “বিমানটি সরাসরি আমার ভাতিজির ওপরই পড়েছিল। শরীর এতটাই ছিন্নভিন্ন হয়েছিল যে শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। পরে তাঁর বাবা ও মায়ের ডিএনএ নমুনা মিলিয়ে লাশ শনাক্ত করা হয়েছে।”

ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্ত হওয়া লাশের খবরে পরিবারের সদস্যদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সন্তানকে স্কুলে পৌঁছে দিতে গিয়ে এমন মর্মান্তিক পরিণতির শিকার হতে হবে, তা কেউ কল্পনাও করেননি।